দৈনিক
ইনকিলাব

JUL. 22 2006

পকেট সংগঠনের দালাল নেতার কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখুন

–বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী পকেট শিক্ষক সংগঠনের নেতা মহাসমাবেশের তারিখ পিছিয়ে নিয়ে নিজেকে একজন ভুয়া আন্দোলনকারী নেতা হিসেবে

পকেট সংগঠনের দালাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রমাণ করেছেন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (আজিজ), বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (নজরুল) ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বাশার) নেতৃবৃন্দ গতকাল প্রদত্ত পৃথক বিবৃতিতে একথা বলেছেন। তারা বলেন, ঐ দালাল নেতার কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে শিক্ষকদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলমান আন্দোলন এবং পরবর্তী কঠিন কর্মসূচী সফল করার জন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ও মহাসচিব এস এম আব্দুল জলিল চলমান আন্দোলনে সরকার সমর্থিত দালাল শিক্ষক গোষ্ঠী আকস্মিকভাবে শিক্ষক সমাবেশ স্থগিত করায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মহাসমাবেশের' তারিখ পিছিয়ে দিয়ে ভুয়া আন্দোলনকারীরা আন্দোলন থেকে পিঠটান দিয়েছে। এতে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছে দালাল ও সহযোগিদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। দেশব্যাপী শিক্ষক আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সারাদেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালা যখন বন্ধ, তখন শিক্ষক আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করার উদ্দেশে সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট দালাল ও সহযোগীরা 'আন্দোলন আন্দোলন' খেলা করে নিজেদের ডাকা মহাসমাবেশ স্থগিত করেছে। আমরা তাদের চক্রান্তে কোনরূপ বিভ্রান্ত না হয়ে সকল বাধা উপেক্ষা করে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট আহুত ২৪ জুলাই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক কর্মচারী মহাসমাবেশে দলে দলে যোগদান করে সমাবেশ সফল করার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেছেন, একটি স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির শিক্ষক আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য মহল বিশেষের ইঙ্গিতে ২৩ জুলাইয়ের শিক্ষক-কর্মচারী সমাবেশ স্থগিত করেছেন। তিনি শিক্ষক-কর্মচারীদের এই ঘোষণায় বিভ্রান্ত না হয়ে ২২ জুলাই শহীদ মিনারের প্রতিনিধি সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দাবী বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এবং পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ... আবুল বাশার হাওলাদার ও কেন্দ্রীয় মহাসচিব মোঃ নজরুল ইসলাম রনি এক বিবৃতিতে বিতর্কিত শিক্ষক নেতার সাথে শিক্ষামন্ত্রীর রাতের অন্ধকারের আলোচনাকে দূরভিসন্ধিমূলক ও শিক্ষক আন্দোলনকে বন্ধ করার এক অপপ্রয়াস বলে জানান। তারা বলেন, ঐ শিক্ষক নেতা বার বার বিভিন্ন কর্মসূচী দিয়ে শিক্ষক সমাজকে ধোঁকা দিচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট ঐ শিক্ষক নেতা টেবিলে বসে কয়েকটি সংগঠন তৈরী করে জোট গঠন করেছেন যার পক্ষে দেশের ১% শিক্ষকও সম্পৃক্ত নেই। অথচ তিনি নিজেকে সবচেয়ে বড় সংগঠনের নেতা বলে দাবী করেন। নেতৃদ্বয় গত বৃহস্পতিবার রাতের প্রহসনমূলক আলোচনায় শিক্ষক সমাজকে কান না দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। একটি দালাল ও বিতর্কিত সংগঠনের কর্মসূচী সম্পর্কে সতর্ক থেকে আগামী ২৪ জুলাই বেলা ১১টায় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে শিক্ষক মহাসমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান